খুবিতে শোক দিবস আজ, কটকা ট্র্যাজেডির ২২ বছর

মিরাজুল ইসলাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি: কালের কণ্ঠ

১৩ মার্চ এলেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) ক্যাম্পাসে নেমে আসে এক নীরব শোকের আবহ। আনন্দে ভরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মাঝেও এই দিনটি ফিরিয়ে আনে এক বেদনাময় স্মৃতি। ২০০৪ সালের এই দিনে সুন্দরবনের কটকা সমুদ্রসৈকতে ঘটে যায় মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা। সাগরের উত্তাল স্রোতে তলিয়ে গিয়ে প্রাণ হারান ১১ জন শিক্ষার্থী।

সেই শোকাবহ ঘটনার স্মরণে দিনটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কটকা ট্র্যাজেডি’ হিসেবে প্রতিবছর শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটির কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—সকাল ১০টায় কটকা স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বাদ জুম্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল এবং সন্ধ্যায় এতিমদের সঙ্গে ইফতার ও নৈশভোজ।

২০০৪ সালের ১২ মার্চ রাত।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের ৭৮ জন শিক্ষার্থী এবং তাদের সঙ্গে থাকা প্রায় ২০ জন অতিথি শিক্ষা সফরের উদ্দেশে রওনা দেন সুন্দরবনের পথে। রাতভর লঞ্চযাত্রার পর পরদিন মকাল সাড়ে ১১টার দিকে তারা পৌঁছান কটকার নিকটবর্তী বাদামতলী এলাকায়। সেখান থেকে অরণ্য পেরিয়ে দুপুরের দিকে তারা পৌঁছে যান কটকা সমুদ্রসৈকতে। কিন্তু সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

হঠাৎই শোনা যায় আতঙ্কিত চিৎকার-‘বাঁচাও, বাঁচাও!’ ভাটার তীব্র স্রোতে পড়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী গভীর পানির দিকে ভেসে যেতে শুরু করেন। মুহূর্তেই আনন্দের পরিবেশ রূপ নেয় আতঙ্কে। সাগরের ঢেউয়ের ওপর দূরে ভেসে

উঠতে থাকে কয়েকটি মাথা, আর দেখা যায় বাঁচার আকুতি নিয়ে ওপরে ওঠা হাত। সহপাঠীরা ছুটে যান উদ্ধারে। কেউ কাউকে ধরে ওপরে তুলছেন, আবার ছুটে যাচ্ছেন অন্যদের দিকে।

কিছু প্রচেষ্টা সফল হলেও অনেককে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন খুবির স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের ৯ জন শিক্ষার্থী। তারা হলেন—তৌহিদুল এনাম (অপু), আব্দুল্লাহ-হেল বাকী, কাজী মুয়ীদ ওয়ালি (কুশল), মো. মাহমুদুর রহমান (রাসেল), মো. আশরাফুজ্জামান তোহা, আরনাজ রিফাত রূপা, মাকসুমমুল আজিজ মোস্তাজী (নিপুন), মো. কাউসার আহমেদ খান, মুনাদিল রায়হান বিন মাহবুব শুভ এবং বুয়েটের দুজন শিক্ষার্থী শামসুল আরেফিন শাকিল এবং সামিউল হাসান খান।

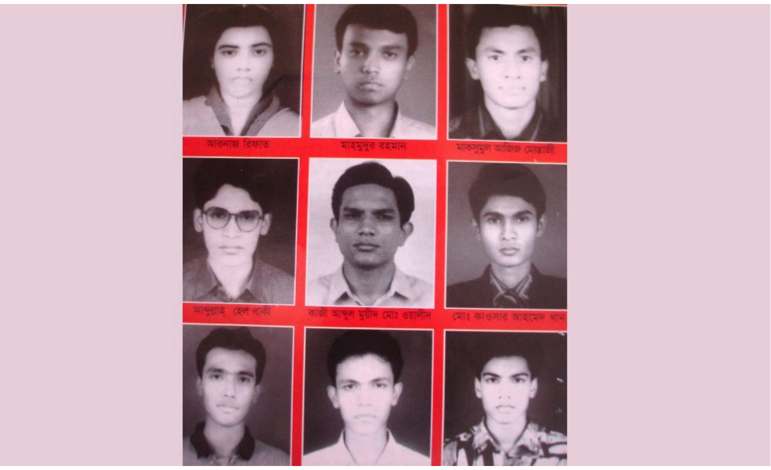

দুই দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ১৩ মার্চ এলেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ফিরে আসে সেই দিনের স্মৃতি। হারিয়ে যাওয়া সেই ১১টি তরুণ প্রাণ আজও খুবির ইতিহাসে বয়ে আনে গভীর শোক আর অমলিন স্মৃতি।

স্থাপত্য ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘১৩ মার্চ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক বেদনাবিধুর দিন, যা ‘কটকা ট্র্যাজেডি’ হিসেবে স্মরণীয়। এই দিনটি শুধু শোকের নয়, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ও আত্মত্যাগের এক অনন্য উদাহরণও বটে কারণ সেদিন আমাদের ভাই আপুরা নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে তাদের সহপাঠীদের বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও স্থাপত্য ডিসিপ্লিন নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্মরণ করে। রূপা আপুর পরিবারের দেওয়া তহবিল থেকে নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং ৯৮

ব্যাচের উদ্যোগে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তা- এসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে সেই দিনের স্মৃতি বয়ে চলেছে।’

উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘কটকা ট্র্যাজেডি আমাদের জন্য মর্মান্তিক ঘটনা, যার স্মৃতি এখনো আমাকে শিউরে তোলে। নিহতদের অনেকেই পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিলেন, তাই তাদের পরিবারের শোক আজও গভীর। মরদেহ ক্যাম্পাসে পৌঁছানোর সময় পুরো বিশ্ববিদ্যালয় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, এমন দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে সেজন্য শিক্ষার্থীদের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সতর্ক থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।’